Scanned with CamScanner

জনসংখ্যার জনমিতিক উপাদানঃ

জনসংখ্যার পরিবর্তন বলতে কোনো দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যার আকারগত পরিবর্তনকে বুঝানো হয়ে থাকে। এই পরিবর্তন পর্যালোচনার মাধ্যমে জনমিতিক ভারসাম্য নিরীক্ষণ করা যায়। এতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ হয়। জনসংখ্যা পরিবর্তনের মুখ্য নিয়ামক হলো জন্ম, মৃত্যু এবং অভিগমন। জন্ম ও মৃত্যুহার পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হলো যথাক্রমে স্থূল জন্ম

এবং স্থূল মৃত্যুহার। জনসংখ্যার পরিবর্তন নির্ভর করে জন্ম ও অভিগমনের ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং মৃত্যু ও অভিগমনের ফলে জনসংখ্যার হ্রাসমূলক সংখ্যাত্মক পার্থক্যের উপর। জনসংখ্যার আকার প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সাধারণত জনসংখ্যা পরিবর্তনের তিনটি নিয়ামক রয়েছে। এগুলো হলো ক. জন্মহার খ. মৃত্যুহার এবং গ. অভিবাসন।

Shikkha

ক. জন্মহার (Birth Rate) : জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক হলো জন্মহার। মানুষের মরণশীলতার কারণে যে

Scanned with CamScanner

শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা সন্তান জন্মের মাধ্যমে পূরণ হয়। কোনো নির্দিষ্ট একটি বছরে প্রতি হাজার নারীর সন্তান জন্মদানের মোট সংখ্যাকে জন্মহার বলে। সাধারণত ১৫ থেকে ৪৫ বা ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত নারীদের প্রজনন ক্ষমতা(Fertility) থাকে। এটি নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে–

E shikkha

$$\text{সাধারণ জন্মহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে জন্মলাভকারী সন্তান}}{\text{নির্দিষ্ট বছরে প্রজননক্ষম নারীর সংখ্যা}} \times ১০০০$$

Scanned with CamScanner

তবে প্রজননশীলতা পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি স্থূল জন্মহার বা Crude Birth Rate (CBR)। এ পদ্ধতিতে কোনো বছরে জন্মিত সন্তানের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নির্ণয় করা হয়। স্থূল জন্মহার নির্ণয়ের জন্য কোনো দেশ বা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে জন্মিত সন্তান সংখ্যা জানা থাকা প্রয়োজন।তবে প্রজননশীলতা পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি স্থূল জন্মহার বা Crude Birth Rate (CBR)।

E Shikkha

Scanned with CamScanner

এ পদ্ধতিতে কোনো বছরে জন্মিত সন্তানের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নির্ণয় করা হয়। স্থূল জন্মহার নির্ণয়ের জন্য কোনো দেশ বা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে জন্মিত সন্তান সংখ্যা জানা থাকা প্রয়োজন। স্থূল জন্মহার নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

E shikkha

$$\text{স্থূল জন্মহার} = \frac{\text{কোনো বছরে জন্মিত সন্তানের মোট সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

Scanned with CamScanner

এ পদ্ধতিতে কোনো বছরে জন্মিত সন্তানের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নির্ণয় করা হয়। স্থূল জন্মহার নির্ণয়ের জন্য কোনো দেশ বা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে জন্মিত সন্তান সংখ্যা জানা থাকা প্রয়োজন। স্থূল জন্মহার নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

E shikkha

$$\text{স্থূল জন্মহার} = \frac{\text{কোনো বছরে জন্মিত সন্তানের মোট সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

Scanned with CamScanner

খ. মৃত্যুহার (Death Rate) : মরণশীলতাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু জন্মহার অপেক্ষা মৃত্যুহার কম হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর মরণশীলতা পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি স্থূল মৃত্যুহার বা Crude Death Rate (CDR)। নির্দিষ্ট কোনো বছরে মৃত্যুবরণকারীদের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে স্থূল মৃত্যুহার পাওয়া যায়। স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয়ের জন্য কোনো দেশ বা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে

মৃতের সংখ্যা জানা থাকা প্রয়োজন। স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

$$\text{স্থূল মৃত্যুহার} = \frac{\text{কোনো বছরে মৃত্যুবরণকারী মোট সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

গ. অভিগমন (Migration) : স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য উৎসস্থল থেকে গন্তব্যস্থলে যাওয়াকে অভিগমন বলে। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় জনসংখ্যা পরিবর্তনে অভিগমনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোনো দেশ বা অঞ্চল থেকে ব্যাপকহারে লোক গমন বা আগমন করলে জনসংখ্যা

পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে যখন একই দেশের অভ্যন্তরে অভিগমন করে তখন দেশের অভ্যন্তরে জনসংখ্যা পরিবর্তন হয়। আবার যখন একদেশ থেকে অন্যদেশে গমন করে তখন আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে জনসংখ্যা পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বহির্গমনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা হ্রাস পায় এবং বহিরাগমণের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সাধারণত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে উন্নত দেশসমূহে অভিগমনের প্রবণতা দেখা যায়। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় অভিগমন

Scanned with CamScanner

অত্যন্ত সহজ হয়েছে।

অভিগমন ও প্রকারভেদ: আমাদের চারপাশের অসংখ্য মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে প্রতিনিয়ত একস্থান থেকে অন্যস্থানে, একদেশ থেকে অন্যদেশে গমন করছে। যেমন- কর্মসূত্রে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন, জীবিকানির্বাহের জন্য গমন, ব্যবসা, বাণিজ্যের জন্য গমন প্রভৃতি। মানুষের এই গমন কখনো স্থায়ী আবার কখনোবা অস্থায়ী হয়ে থাকে। এ সকল যাওয়া–আসার ক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষ নিজের

Scanned with CamScanner

আবাসস্থল পরিবর্তন করে অন্যত্র সুবিধাজনক স্থানে বসবাস করে। মানুষের এরূপ স্থায়ী বা অস্থায়ী আবাসের পরিবর্তনই হলো অভিগমন। জাতিসংঘের মতে, এক বা একাধিক বছরের জন্য বাসস্থানের পরিবর্তনকে অভিগমন বলে। Brain Goodall এর মতে, "Migration is the permanent or semi permanent change of a person's place of residence"। E.S. Lee অভিগমন সম্পর্কে বলেন, "বাসস্থানের স্থায়ী বা অস্থায়ী

পরিবর্তনই হলো অভিগমন।'

অভিগমনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক. প্রকৃতি অনুযায়ী অভিগমন এবং খ. স্থানভেদে অভিগমন।

ক. প্রকৃতি অনুযায়ী অভিগমন : অনেক সময়ে মানুষ নিজের ইচ্ছায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে থাকে। আবার অনেক সময় নিজ বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তাই এ ধরনের অভিগমনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঅবাধ অভিগমন এবং বলপূর্বক অভিগমন।

Scanned with CamScanner

খ. স্থানভেদে অভিগমন : স্থানভেদে অভিগমনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– অন্তঃরাষ্ট্রীয় অভিগমন এবং আন্তর্জাতিক অভিগমন।

১. অন্তঃরাষ্ট্রীয় অভিগমন (Intra-state Migration) : অন্তঃরাষ্ট্রীয় অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তি যখন আবাসস্থান পরিবর্তন করে তখন তাকে অন্তঃরাষ্ট্রীয় অভিগমন বলে। এ ধরনের অভিগমন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়। যেমন- ঠাকুরগাঁও থেকে

Eshikha

Scanned with CamScanner

কেউ যদি বন্দরনগরী চট্টগ্রামে এসে বসবাস করে তখন তাকে অন্তঃরাষ্ট্রীয় অভিগমন বলে।

২. আন্তর্জাতিক অভিগমন (International Migration) : কোনো দেশের মানুষ যখন নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক অভিগমন বলে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমানা অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। তবে ইচ্ছা করলেই

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক অভিগমন করা যায় না। এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ আন্তর্জাতিক অভিগমনের উৎস এবং গন্তব্যস্থল উভয়ের নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক অভিগমন সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, চীন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র ও অঞ্চলের মধ্যে।

অভিগমনের কারণ: মানুষ সাধারণত প্রয়োজনের তাগিদে

নতুবা বাধ্য হয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে থাকে। আদিকাল থেকেই মানুষের এই গমন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তখনকার দিনে মানুষ খাবার ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে বেড়াতো। কালক্রমে মানুষের চাহিদার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় অভিগমনের কারণও বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। অভিগমন প্রক্রিয়ায় একদিকে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে গন্তব্যস্থলের সুযোগ-সুবিধা, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ইত্যাদি

আকর্ষণ করে।

১. অর্থনৈতিক : মানুষ তার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে থাকে। অর্থের প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরে অথবা দেশের বাইরেও অভিগমন করতে পারে। সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ বা অঞ্চলে মানুষ অধিক গমন করে থাকে।

E shikkha

২. জীবিকার সন্ধান : জীবিকার সন্ধানে মানুষ প্রতিনিয়ত একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে চলেছে। যেমন-বাংলাদেশের

Scanned with CamScanner

অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকা থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর প্রভৃতি শহরে জীবিকার সন্ধানে মানুষ ছুটছে। আবার আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জীবিকার সন্ধানে অভিগমন করছে।

৩. চাকুরি : সরকারি-বেসরকারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত লোকজন একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে যা অভিগমনের একটি অন্যতম কারণ। বর্তমানে বহুমুখী

Scanned with CamScanner

চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় এটি অভিগমনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

৪. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : গ্রামের তুলনায় শহরে, ছোট শহরের তুলনায় বড় শহরে, অনুন্নত দেশের তুলনায় উন্নত দেশে জীবনযাত্রার মান ভালো হওয়ায় মানুষ এ সকল স্থানের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা করে।

৫. বিশ্বায়ন : অভিগমনের একটি অন্যতম কারণ বিশ্বায়ন।

Scanned with CamScanner

বিশ্বায়নের ফলে মানুষের কাছে সবকিছুই সহজ হয়েছে। মার্শাল ম্যাক লুহান পৃথিবীকে 'গ্লোবাল ভিলেজ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

Shikkha

৬. নগরায়ন ও শিল্পায়ন : নগরায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পেলে গ্রামীণ এলাকা থেকে মানুষ নগরে এসে বসবাস শুরু করে। সাধারণত সুযোগ-সুবিধা অধিক থাকায় মানুষ নগরমুখী হয়ে থাকে। যা নগর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। নগর এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা,

Scanned with CamScanner

অফিস-আদালত প্রভৃতির আধিক্য থাকায় তা সহজেই মানুষকে অভিগমনে আকৃষ্ট করে থাকে। নগর এলাকায় শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের আশেপাশে মানুষের ঘনত্ব বেশি হয়ে থাকে এবং শ্রমজীবি মানুষের একটি বড় অংশ বস্তিতে নিম্নতর জীবনযাপন করে।

অভিগমনের প্রভাব : অভিগমনের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে অভিগমনের উল্লেখযোগ্য প্রভাবসমূহ বর্ণনা করা হলো—

Scanned with CamScanner

১. জনসংখ্যার পরিবর্তন : অভিগমনে উৎস ও গন্তব্যস্থলের জনসংখ্যা পরিবর্তিত হয়। এর ফলে যত লোক উৎসস্থল ত্যাগ করে তত সংখ্যক লোক গন্তব্যস্থলে যুক্ত হয়। এতে উৎসস্থলে লোক কমে গিয়ে গন্তব্যস্থলে বৃদ্ধি পায়। যেমন- বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের লোক রাজধানী ঢাকার দিকে গমন করছে এবং ধারণ ক্ষমতায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা বহন করছে।

২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন :

Scanned with CamScanner

সাধারণত কর্মের সন্ধানে অধিকাংশ মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে। গন্তব্যস্থলে যে কোনো ধরনের কর্মই হোক না কেনো কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এতে অভিগমনকারীর জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন হয়। তবে বস্তি এলাকায় বসবাসকারী অভিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। আবার আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে অভিগমনকারী পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয় এবং অভিবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সে

Scanned with CamScanner

দেশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হয়।

৩. শহরে বেকারত্ব বৃদ্ধি : যেসব শহরে অধিক হারে অভিগমনকারী আগমন করে সেসব শহরে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। কারণ অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

৬. অর্থনৈতিক গতিশীলতা : অভিগমনের ফলে অভিগমনকারীর পরিবারে অর্থনৈতিক গতিশীলতা দেখা যায়। যেমন- কোনো ব্যক্তি গ্রাম থেকে শহরে গমন করলে

Scanned with CamScanner

শহর থেকে গ্রামে অর্থ প্রেরণ করে অথবা বিদেশে অভিগমন করলে দেশে বসবাসরত পরিবারের জন্য অর্থ প্রেরণ করে। এতে গ্রামীণ বা শহরের পরিবারটি অর্থনৈতিকভাবে গতিশীল হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য: বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উপাত্ত অনুযায়ী ১৬ কোটি ৫৭ লাখ। এটি বিশ্বের ৮ম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায়

Scanned with CamScanner

১১১৬ জন, যা সারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ (কিছু দ্বীপ ও নগর রাষ্ট্র বাদে)। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৩%। বাংলাদেশে পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০.২:১০০। দেশের অধিকাংশ মানুষ শিশু ও তরুণ বয়সী (০–২৫ বছর বয়সীরা মোট জনসংখ্যার ৬০%, ৬৫ বছরের বেশি বয়সীরা মাত্র ৬%)। এখানকার পুরুষ ও মহিলাদের গড় আয়ু ৭২.৩ বছর। জাতিগতভাবে বাংলাদেশের ৯৮% মানুষ বাঙালি। বাকি ২% মানুষ বিহারী বংশদ্ভুত, অথবা বিভিন্ন উপজাতির

Scanned with CamScanner

সদস্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ১৩টি উপজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে চাকমা উপজাতি প্রধান। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের উপজাতি গুলোর মধ্যে গারো ও সাঁওতাল উল্লেখযোগ্য। দেশের ৯৮% মানুষের মাতৃভাষা বাংলা, যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। সরকারী কাজ কর্মে ইংরেজিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে ১৯৮৭ সাল হতে কেবল বৈদেশিক যোগাযোগ ছাড়া অন্যান্য সরকারি কর্মকান্ডে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা শুরু

E shikkha
E shikkha
Scanned with CamScanner

হয়েছে। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মবিশ্বাস ইসলাম (৯০.৪%)। এরপরেই রয়েছে হিন্দু ধর্ম(৮.৫%), বৌদ্ধ(০.৬%), খ্রীস্টান (০.৩%) এবং অন্যান্য (০.১%)। মোট জনগোষ্ঠীর ২১.৪% শহরে বাস করে, বাকি ৭৮.৬% গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক দৈনিক মাত্র ১ মার্কিন ডলার আয় করে (২০০৫)। ২০০৫ সালের হিসাবে

বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার প্রায় ৪১%। ইউনিসেফের ২০০৪ সালের হিসাবে পুরুষদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৫০% এবং নারীদের মধ্যে ৩১%।

জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল ও বাংলাদেশ: জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে এদেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এই উন্নয়নের সাথে জনসংখ্যার একটি নিবিড়

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner